দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর ২টা থেকে থানার সকল কার্যক্রম শুরু হয়।

থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু করার জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি বৃহৎ টহল দল জেলা ব্যাপি মহরা দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা বাস স্ট্যান্ড এলাকা অতিক্রম করে ডুগডুগি পশুহাটের উপর দিয়ে দর্শনা থানার দিকে রওনা করে। এরই মধ্যদিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার দুইটি থানা, দামুড়হুদা মডেল থানা ও দর্শনা থানা পুলিশের কার্যক্রম শুরু হয়। পুলিশের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই জনমনে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে।

এক সপ্তাহের বেশী সময় পরে মাঠপর্যায়ে পুলিশের উপস্থিতি দেখে সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় পুলিশ প্রশাসনের কোন বিকল্প নেয় বলে অভিমত পোষণ করেন এলাকার স্থানীয় সাধারণ মানুষ।

তারা বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু, তারা যেনো আর কখনো জনগণের রোষানল পরিনত না হয়। পুলিশই পারে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কোন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের কারো প্ররোচনায় পুলিশ যেনো আর ব্যাবহার না হয়। তাহলে সাধারণ মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুলিশ জনতা এক যুগান্তকারী শক্তিতে পরিনত হবে। এতে করে বাংলাদেশর জনগণের কখনো কোন রাজনৈতিক দল ক্ষতি করতে পারবেনা। আমরা সাধারণ মানুষ চাই পুলিশ যেনো সব সময় সাধারণ মানুষের সাথে থাকে।

কুষ্টিয়ায় দিনব্যাপী থেমে থেমে সংঘর্ষ: পুলিশের গুলিতে নিহত-৭

কুষ্টিয়ায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত দুই শতাধিক। তারা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ও আদ্বদীন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গতকাল সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেলের দিকে থানাপাড়ায় ও মজমপুর এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। আহতরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহতরা হলেন- কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিপুর এলাকার নওশের আলীর ছেলে বাবু ইসলাম (৩৫), একই এলাকার কফিলউদ্দিনের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৪২), কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকার লোকমানের ছেলে আবদুল্লাহ (১৪), ইউসুফ আলী (৫০), দহকুলা এলাকার ওসামা (২৬), বাকি দুজন অজ্ঞাত।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া মডেল থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালালে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরের দিকে শহরের মজমপুর রেলগেট এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। এ সময় পুলিশ কয়েক দফা কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। বেলা দেড়টার পর আন্দোলনকারীদের অপর একটি অংশ কুষ্টিয়া মডেল থানায় হামলা চালায়।

এসময় পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের হটাতে ব্যর্থ হয়। পরে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করে। পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি, কাঁদানে গ্যাসের শেলের শব্দে থানার আশপাশের এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতেও আন্দোলনকারীরা পিছু হটেননি।

খবর পেয়ে সেনাসদস্যরা এসে মডেল থানার সব পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। এর পরপরই আন্দোলনকারীরা থানার ভবনে আগুন লাগিয়ে দেন। এতে থানার ভেতরের সব আসবাব, জরুরি রেকর্ডসহ

আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন অলিগলিতে আশ্রয় নেন। বিকেলের দিকে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে পুলিশ লাইনসে চলে যায়। পুলিশ পিছু হটলে আন্দোলনকারীরা থানায় হামলা করে। থানা কার্যালয়, ওসির বাসভবন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এলে তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজন মারা গেছেন। মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মানব চাকী, কুষ্টিয়া–২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিনসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

আওয়ামী সমর্থকদের কয়েকটি দোকানে লুটপাট হয়েছে। এ ছাড়া কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য এস্কেভেটর দিয়ে গুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ: সাংবাদিকসহ আহত অর্ধশতাধিক

কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথমদিন পুলিশের সঙ্গে ছাত্র–জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে দশটা থেকে শহরজুড়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে আন্দোলনকারী, পুলিশ, সাংবাদিকসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছররা গুলিতে আহত হয়েছেন।

সংঘর্ষ চলাকালে মজমপুর এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের কার্যালয়, এনএস

রোডে পাঁচরাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, থানা মোড়ে মডেল থানার প্রধান ফটক, জেলা পরিষদ ভবনসহ বেশ কিছু স্থাপনায় হামলা–ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু মার্কেটে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দফায় দফায় কাদানে গ্যাসের শেল ও ছররা গুলি ছুড়েছে। তবে এ সময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ, অঙ্গ–সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীদের কোথাও দেখা যায়নি। এসব ঘটনায় ছয় সংবাদকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়া পুলিশ আন্দোলনকারী, পথচারীসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেলা সাড়ে ১০টার পর থেকে শহরের মজমপুর বাস ডিপো মসজিদের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন শিক্ষার্থীসহ সাধারণ জনতা। পরে বেলা ১১টার দিকে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। এ সময় কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কের দুই পাশ থেকে শত শত মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিলে যোগ দেন। পরে তাঁরা চৌড়হাস মোড়ে গিয়ে সেখানে মহাসড়ক অবরোধ করেন।

এ সময় কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ১০-১২ জন পুলিশ সদস্যের ওপর ইটপাটকেল ছোড়া হয়। এতে সেখানে ছয়-সাতজন পুলিশ সদস্য আহত হন। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। চৌড়হাস মোড়ে মুক্তিমিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুর করা হয়।

চৌড়হাস মোড়ে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ছাত্র-জনতা আবার মিছিল নিয়ে মজমপুর রেলগেটের দিকে রওনা হয়।
পরে রাইফেলস ক্লাবের পাশে ওয়ার্ড ছাত্রলীগ কার্যালয় ভেঙে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সাদ্দাম বাজার মোড়ে শেখ রাসেল মার্কেটের দোতলায় কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মানজিয়ার রহমান চঞ্চলের ব্যক্তিগত কার্যালয় ও নিচতলায় সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আবু তৈয়ব বাদশার ব্যক্তিগত কার্যালয়ে হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়। এরপর মিছিলকারীরা একে একে মজমপুর রেলগেটে জেলা ট্রাফিক পুলিশের কার্যালয়ে তাণ্ডব চালান; আগুন ধরিয়ে দেন।

পরে বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া কুষ্টিয়া মডেল থানা ও জেলা পরিষদের নবনির্মিত ভবনে ইটপাটকেল

নিক্ষেপ করে ব্যাপক ক্ষতি করা হয়। হামলার সময় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে বেশ কয়েক নেতা-কর্মী শান্তি সমাবেশ করছিলেন। এ ছাড়া বড়বাজার রেলগেটের কাছে পুলিশ বক্সে আগুন দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে লাগানো সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেলেন। বেলা দুটোর পর আন্দোলনকারীরা পুনরায় মজমপুর বাস ডিপো মসজিদের সামনে জড়ো হন। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।
একপর্যায়ে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। এ সময় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ২৪ এর কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক শরীফ বিশ্বাস, ক্যামেরা পারসন এস আই সুমন, একাত্তর টেলিভিশনের প্রতিনিধি শাহিন আলী, স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক শিকল এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, দেশ টিভির ক্যামেরাপারসন ইরফান রানা ছররা গুলিতে আহত হন। এ ছাড়া দফায় দফায় সংঘর্ষে পুলিশ, সাংবাদিকসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বিকেল সাড়ে চারটার দিকেও চলছিল। এতে পুরো শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

এসব বিষয়ে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন বলেন, পুলিশ যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সর্তক অবস্থানে ছিল। কিন্তু পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা পুলিশের স্থাপনাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছোড়েন।

দর্শনা থানা পুলিশের পথসভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশ কুড়ালগাছি ও মদনায় জনসচেতনতা মৃলক পথসভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকালে দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি বাজার পারকৃষ্ণপুর

মদনা ইউনিয়নের মদনা ও সাড়াবাড়িয়া বাজারে জনসচেতনতা মুলক পথ সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, মাদক, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ, সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ, চোর, ডাকাত, মাদক ও ছিনতাইকারীদের কোন ছাড় নেই। কোন প্রকার সুপারিশ চলবে না। বাল্য বিবাহ,সন্ত্রাস দমন ও মাদক প্রতিরোধে প্রশাসনকে সর্বাত্তোক সহযোগিতা করার আহব্বান জানান তিনি।তিনি আরও বলেন যারা মাদক ব্যাবসা করে সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানিয়েছে তাদের খোজ খবর নিয়ে ওপর মহলে পাঠিয়ে তাদের ঘর বাড়ি নিলাম করে দেওয়া হবে।মাদকের সাথে কোন রকম আপোষ চলবে না।মাদক ব্যাবসায়ীরা যত শক্তিশালী হোক না কেন যে কোন দলের হোক কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না।আমি যতদিন দর্শনা থানায় আছি মাদকের সাথে কোন রকম আপোষ করবো না।

এ পথ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই টিপু সুলতান, এস আই সেকেন্দার আবু জাফর, এস আই ফাহিম হোসেন,এস আই সোহেল রানা, এস আই শামীম হোসেন, এ এস আই আবু বক্কর সিদ্দিক, এ এস আই মারুফুল ইসলাম,এ এস আই শেখ আবু হানিফ,এ এস আই ইব্রাহীম হোসেন,

এছাড়াও বিভিন্ন বাজরের স্থানীয় ইউপি সদস্য, গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ২০০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ৪

মুজিবনগরে ২০০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ রবিবার সকাল ৮ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ এই চার মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামের আব্দুল আলিমের ছেলে মো: সুষম আলী (৩৮). মো: ওজদুল হকের ছেলে চাঁদ আলী (৩৭), হামিদুল ইসলামের ছেলে মো: ফারুক (২৭) ও মৃত আরশাদ আলীর ছেলে মো: আল আমিন (৫০)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল আলমের নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) সাহেব আলী, এসআই আশরাফুল ইসলাম ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ এই অভিযানে অংশ নেন।

ডিবি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল আলম জানান, ফেনসিডিলের একটি চালান ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে পাচারের উদ্যেশ্যে দারিয়াপুর গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় জড়ো হয়েছে এমন সংবাদ পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পালনোর চেষ্টা কালে তাদের আটক করা হয়।

আটক মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর ধানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে ফেনসিডিল আসামিদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হারানো ৭৯ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে দিল পুলিশ

মেহেরপুরে হারানো ৭৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

সেই সঙ্গে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৯ জুন) বেলা সাড়ে ১২টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রকৃত মালিকদের কাছে মোবাইল ফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক।

তিনি জানান, মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৭৯টি মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে

ভুল নম্বরে চলে যাওয়া ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। হারানো মোবাইল এবং প্রতারণার শিকার হওয়া টাকা উদ্ধারের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এর মধ্যে সদর থানায় ৬৮টি,গাংনী থানায় ০৮টি ও মুজিবনগর থানায় ০৩টি ফোন উদ্ধার করা হয়।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ আহসান খানসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশ ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ পুলিশের ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) নিয়োগের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে মনোনিত ১৬৩ জন নারী পুরষ এ পরীক্ষায় অংশ নেন।

পুলিশ নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক, বিপিএম(বার), পিপিএম পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরীক্ষা শেষে তিনি পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

এসময় পুলিশ সুপার বলেন, কনস্টেবল পদে নিয়োগ হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত। যে সকল প্রার্থীগণ নিজ যোগ্যতা বলে সকল পরীক্ষায় সফলতার সাথে উর্ত্তীণ হতে পারবে শুধুমাত্র তারাই কনস্টেবল পদে নিয়োগ পাবেন। লিখিত পরীক্ষায় যে সকল প্রার্থী নিজ যোগ্যতা ও মেধার উপর সফলতার সাথে উর্ত্তীণ হবে সে-সকল প্রার্থীদের ভাইবা পরীক্ষার জন্য মনোনীত করা হবে। পুলিশ সুপার

আরও বলেন, কোন প্রার্থী ও তাদের পরিবারবর্গের যদি কোন প্রতারক বা দালালের প্রলোভনে না পড়ে সে জন্য সবাইকে সর্তক থাকতে হবে।

শেষে তিনি লিখিত পরীক্ষার কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নিয়োগ ডিউটিতে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ)/ কৃপা সিন্ধু মৃধা সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গত বুধবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এ অবস্থিত ডিলাক্স নামক বাস কাউন্টারের সামনে পৌঁছালে পলাতক আসামী মোঃ আব্দুর রউফ ওরফে রব (৪৫), পিতা- মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-দিগড়ী ইসলামপুর (ডোমচারা), থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায় এবং উক্ত ফেনসিডিল পুলিশ উদ্ধার করে।

পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

গাংনীতে শিশু যৌন নিপিড়ককে গণধোলাই শেষে পুলিশে

আট বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন নিপিড়নের অভিযোগে আইনাল হোসেন (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে গণধোলাই শেষ পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রয়ারি) বিকালে গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের এই ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানা পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়েছেন।

অভিযুক্ত আইনাল হোসেন মানিকদিয়া গ্রামের ওমর আলী শাহের জামাতা। তার নিজ বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া গ্রামে।

স্থানীয়রা জানান, মানিকদিয়া গ্রামের সাত বছর বয়সী এক শিশু তার বান্ধবীর সাথে বাড়ির পাশের মাঠে ফসলের ক্ষেতের বাইতুর শাক তুলতে যায়। ওই মাঠেই কাজ করছিলেন আইনাল হোসেন।

শিশু দুটিকে একা পেয়ে একটি শিশুকে মুখ চেপে যৌন নিপিড়ন চালায়। এসময় অপর শিশুটির চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে যান। এসময় আইনাইল হোসেন পালানোর চেষ্টা করতে গেলে জনগণ তাকে আটক করে গণপিটুনি দেয়।

পরে খবর পেয়ে সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয় আইনালকে আটক করে থানায় নেন।

এবিষয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, শিশু যৌন নিপিড়নের অভিযোগের আইনালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হচ্ছে। তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।

স্থানীয়রা জানান, আইনাল হোসেনের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া গ্রামে। প্রায় ২০ বছর আগে তার আগের পক্ষের কয়েকজন স্ত্রী ও সন্তান রেখে গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামে এসে ওমর আলী শাহের মেয়ের সাথে বিয়ে করেন। সেই থেকে এই গ্রামেই তার শশুরের বাড়িতে ঘরজামাই হিসেবে বসবাস করছেন।

বদলি হতে যাচ্ছেন মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানার ওসি

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের সব থানার ওসিকে বদলি করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

শুক্রবার ইসি সূত্রে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে যেসব থানার ওসিরা বর্তমান কর্মস্থলে ছয় মাসের বেশি সময় আছেন, তাদের অন্য জেলায় বা অন্য কোনো থানায় পর্যায়ক্রমে বদলির নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এ হিসেবে মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বদলি হতে যাচ্ছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগকে ইসি আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামী ৭ জানুয়ারি সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে ইসি। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৩০ নভেম্বর, বাছাই ১-৪ ডিসেম্বর, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল ও শুনানি ৬-১৫ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে ১৮ ডিসেম্বর।